AIDS InfoNet www.aidsinfonet.org

WOMEN AND HIV

মহিলা ও এইচ.আই.ভি.

Fact Sheet Number 610
ফ্যাক্ট শিট নং ৬১০

মহিলাদের জন্য এইচ.আই.ভি. কতখানি গুরুত্বপূর্ণ?

প্রতিদিন বহু সংখ্যক মহিলা এইচ.আই.ভি. দ্বারা সংক্রমিত হচ্ছেন। এদের মধ্যে বেশির ভাগ মহিলার সংক্রমণ ঘটে যৌন কার্যকলাপের দ্বারা। বাকীরা অন্যের সূঁচ ও সিরিঞ্জ ভাগ করার মাধ্যমে সংক্রমিত হন। ভারতে ২০০৬ সালে এইচ.আই.ভি. / এইড্স নিয়ে বেঁচে আছেন এমন মানুষজনের সংখ্যা ছিল ২ থেকে ৩.১ মিলিয়ন, তার মধ্যে ৩০ শতাংশ মহিলা।

মহিলাদের কি কি জানা উচিত?

এইচ.আই.ভি. সংক্রমণের ক্ষেত্রে মহিলারা ঝুঁকিপ্রবণ। অনেক মহিলা ভাবেন এইড্স হল সমকামী পুরুষদের অসুখ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্যের সূঁচ ভাগ করা ও বিষমকামী যৌন কার্যকলাপের মাধ্যমেই তাদের এইচ.আই.ভি. সংক্রমণ ঘটে।

যৌন কার্যকলাপের সময় এইচ.আই.ভি.-র জীবাণু মহিলা থেকে পুরুষের তুলনায় পুরুষ থেকে মহিলায় বেশি সহজে সংক্রমিত হয়। একজন মহিলার ঝুঁকি আরও বেড়ে যায় যদি সে পায়ুমৈথুন করে বা তার যোনিপথে কোনো অসুখ থাকে (যৌনবাহিত সংক্রমণ)। শরীরে যৌনবাহিত সংক্রমণের কারণে কোনো ঘা থাকলে এইচ.আই.ভি. খুব সহজেই শরীরে প্রবেশ করতে পারে। ঝুঁকি আরও বেড়ে যায় যদি যৌনসঙ্গী বর্তমানে বা অতীতে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহন করে বা যৌনসঙ্গীটির একাধিক যৌনসঙ্গী থাকে বা কোনো সংক্রমিত মানুষের সাথে তিনি যৌনক্রিয়া করে থাকেন বা কোনো পুরুষ সঙ্গীর সাথে যৌনক্রিয়া করে থাকেন।

প্রতিটি মহিলার উচিত এইচ.আই.ভি. সংক্রমণ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা। পুরুষ সঙ্গী যদি কন্ডোম ব্যবহার করেন তাহলে এইচ.আই.ভি. সংক্রমণের ঝুঁকি অনেক কমে যায় **(ফ্যাক্ট শিট নং ১৫৩ দেখুন কন্ডোম সম্বন্ধে আর ও তথ্য জানার জন্য)**। মহিলাদের জন্য ফিমেল পলিইউরেথান কন্ডোম রয়েছে যা কিছুটা ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। তবে এটির সাথে তুলনায় পুরুষদের ল্যাটেক্স কন্ডোমের ঝুঁকি কমানোর ক্ষমতা অনেক বেশী। জন্ম নিয়ন্ত্রনের নানা পদ্ধতি যেমন গর্ভ নিরোধক বড়ি, ডায়াফ্রাম বা ইমপ্লান্টস এইচ.আই.ভি. সংক্রমণ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে কোনো ভাবেই সাহায্য করে না। এখনও এমন কোনো ক্রিম বা জেল বাজারে আসেনি যা এইচ.আই.ভি. সংক্রমণ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য মহিলারা ব্যবহার করতে পারেন **(ফ্যাক্ট শিট নং ১৫৭ দেখুন)**।

যদি আপনার মনে হয় যে আপনার সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে সত্বর এইচ.আই.ভি. পরীক্ষা করান। অনেক মহিলা অসুস্থ হলে বা গর্ভাবস্থায় পরীক্ষা করে সংক্রমণের কথা জানতে পারেন। যে সকল মহিলা পরীক্ষা করান না তারা অসুস্থ হয়ে পুরুষদের তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি মারা যান। কিন্তু যারা পরীক্ষা করেন ও চিকিৎসা করান তারা পুরুষদের মত বহু দিন বেঁচে থাকতে পারেন। (এইচ.আই.ভি. সংক্রান্ত পরীক্ষার সম্বন্ধে জানার জন্য **ফ্যাক্ট শিট নং ১০২ দেখুন**)।

স্ত্রীরোগে আক্রান্ত হওয়া এইচ.আই.ভি. সংক্রমণের প্রাথমিক লক্ষণ। যোনিপথে ঘা, ক্রমাগত ইস্ট (ছত্রাক জনিত) সংক্রমণ এবং গুরুতর পেলভিক ইনফ্লেমেটারি ডিজিজ (পি.আই.ডি.) এইচ.আই.ভি.-র লক্ষণ হতে পারে। হরমোনের পরিবর্তন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ওষুধ বা অ্যান্টিবায়োটিক ও যোনিপথের এসকল সমস্যার কারণ হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে আলোচনা করে এ সকল বৃত্তান্ত জেনে নিন।

মহিলারা অনেক বেশী এবং নানা দিক থেকে প্রভাবিত হতে পারেন। মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বেশী ত্বকের র‍্যাশ ও যকৃৎ-এর সমস্যায় ভোগেন। এছাড়া তাদের শরীরের মাপ মাঝে মাঝে পরিবর্তিত হয় (লিপোডিস্ট্রফি, **ফ্যাক্ট শিট নং ৫৫৩ দেখুন**)। তারা হিউমান প্যাপিলোমাভাইরাসের জন্য নানা সমস্যায় ভোগেন (এইচ.পি.ভি., **ফ্যাক্ট শিট নং ৫১০ দেখুন**)।

স্বাস্থ্য ও চাকরি বজায় রাখার সাথে সাথে অনেক মহিলাই সংসারী হয়ে পড়েন ও মাতৃত্ব গ্রহণ করেন। সব দিক সামলে এর ফলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ও সঠিক ভাবে ওষুধ গ্রহনও সম্ভব হয় না তাদের পক্ষে। তবে সঠিক সমর্থন পেলে

এইচ.আই.ভি.-র চিকিৎসায় মহিলারাও উপকৃত হন।

মহিলাদের উপর গবেষণা

এফ.ডি.এ. রিপোর্টে ১৯৯৭-এ থেকে বলা হয়েছে যে মহিলারা গর্ভবতী হতে পারেন বলে তাদের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল থেকে বাদ রাখা উচিত নয়। এইড্স সম্পর্কিত গবেষণায় মহিলাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে। তবে এখনও সংখ্যাটি খুবই নগন্য।

এইচ.আই.ভি. আছে এমন মহিলাদের জন্য অনেক গবেষণা চলছে। ওষুধের কোম্পানীগুলি তাদের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে বেশী সংখ্যক মহিলাকে যুক্ত করার চেষ্টা করছে। এটি খুবই জরুরি কারণ শুধু এইড্স নয়, অন্যান্য মেডিক্যাল গবেষণাতেও মহিলারা খুবই কম সংখ্যায় প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাই বেশীরভাগ ওষুধই মহিলাদের উপর পরীক্ষিত নয়।

সম্প্রতি একটি গবেষণাতে জানা গেছে যে এইচ.আই.ভি. পজিটিভ মহিলাদের মৃত্যুর প্রধান কারণ দুর্ঘটনা বা আঘাত ও যাদের টি-সেল কাউন্ট খুব কম অথবা যারা বেকার অথবা যারা প্রতি সপ্তাহে আটটি অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্ক গ্রহন করেন অথবা যারা হতাশায় ভোগেন অথবা যারা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহন করেন বা যাদের তিন থেকে পাঁচটি যৌনসঙ্গী আছে।

মহিলাদের জন্য চিকিৎসা

যে সকল স্বাস্থ্য পরিষেবা দানকারীদের এইচ.আই.ভি. পজিটিভ মহিলাদের নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে সে সকল মানুষজনকে দিয়ে এইচ.আই.ভি. পজিটিভ মহিলাদের চিকিৎসা করা উচিত।

- অসংক্রমিত মহিলাদের তুলনায় এইচ.আই.ভি. পজিটিভ মহিলাদের যোনিপথে সংক্রমণ, যৌনাঙ্গে ঘা, পেলভিক ইনফ্লেমেটারি ডিজিজ, যৌনাঙ্গে আঁচিল প্রায়ই দেখা যায়

- পুরুষদের তুলনায় প্রায় তিরিশ শতাংশ বেশী মহিলাদের গলায় থ্রাস (একটি ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ) **(ফ্যাক্ট শিট নং ৫০১ দেখুন)** নামক একটি অসুখ ও হারপিস **(ফ্যাক্ট শিট নং ৫০৮ দেখুন)** হতে দেখা যায়

- নেভিরাপিন গ্রহন করলে পুরুষদের তুলনায় বেশী মহিলাদের গায়ে র‍্যাশ হতে দেখা যায়। **(ফ্যাক্ট শিট নং ৪৩১ দেখুন)**

- যে সকল মহিলাদের চর্বির অসমবন্টন আছে অর্থাৎ লিপোডিসট্রফি আছে তাদের পেটে বা বক্ষদেশে পুরুষদের তুলনায় বেশী চর্বি জমতে দেখা যায়। তুলনায় তাদের হাত ও পায়ে কম চর্বি জমে। **(ফ্যাক্ট শিট নং ৫৫৩ দেখুন)**

- এইচ.আই.ভি. পজিটিভ মহিলাদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি জনিত সারভিকাল ক্যানসারের প্রকোপ খুব বেশী দেখা যায় **(ফ্যাক্ট শিট নং ৫১০ দেখুন)**

মূল কথা

বেশীর ভাগ মহিলা আজকাল এইচ.আই.ভি. দ্বারা সংক্রমিত হচ্ছেন। প্রাথমিক অবস্থায় পরীক্ষা করালে ও চিকিৎসা করালে এইচ.আই.ভি. সংক্রমিত মহিলারা পুরুষদের মতই বাঁচতে পারেন। মহিলাদের এইচ.আই.ভি.-র পরীক্ষা সর্বদা করা উচিত। এটি বিশেষভাবে গর্ভবতী মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। যদি পরীক্ষা দ্বারা মহিলাদের এইচ.আই.ভি. পজিটিভ অবস্থা জানা যায় তবে তারা গর্ভের সন্তানকে সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারেন।

বিষমকামী যৌন কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এইচ.আই.ভি. সংক্রমণ প্রতিরোধের প্রধান উপায় হল পুরুষদের জন্য ল্যাটেক্স কন্ডোম। অন্যান্য জন্মনিয়ন্ত্রণকারী উপায়গুলি এইচ.আই.ভি. সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে না। যে সকল মহিলারা ইঞ্জেকশানের মাধ্যমে মাদক গ্রহন করেন তাদের ইঞ্জেকশানের জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম অন্যের সাথে ভাগ করা উচিত নয়।

মহিলাদের উচিত স্বাস্থ্য পরিষেবা দানকারীদের সাথে তাদের যোনিপথের সমস্যাগুলি বিশেষত যে সকল ব্যাকটিরিয়া (ইস্ট) সংক্রমণ থেকেই যায় বা যোনিপথে ঘা (ক্ষত) ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা। এগুলি এইচ.আই.ভি. সংক্রমণের লক্ষণ হতে পারে।

আরও তথ্য

ভারতে মহিলা ও এইচ.আই.ভি. সংক্রান্ত আর ও তথ্যের জন্য নীচের ওয়েব সাইট দেখুন:

www.iwhc.org

http://www.breakthrough

পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে মে ৮, ২০০৭

A Project of the New Mexico AIDS Education and Training Center. Partially funded by the National Library of Medicine
Fact Sheets can be downloaded from the Internet at http://www.aidsinfonet.org